যুগান্তর

তারিখ 24 MAY 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ...

চবি ছাত্রীর শ্লীলতাহানি

ভিসির বক্তব্য নিয়ে তোলপাড়

চবি প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিমের সাম্প্রতিক বক্তব্য নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়েছে। ছাত্রী শ্লীলতাহানির ঘটনায় সাধারণ ছাত্রীরা ভিসি অধ্যাপক আনোয়ারুল আরিফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি ওই ছাত্রলীগ কর্মীর পক্ষ নিয়ে কথা বলায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। অন্যদিকে সড়ক দুর্ঘটনায় ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় পাঁচ দফা দাবি আদায়ে মানববন্ধন করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

সূত্রে জানা গেছে, ছাত্রলীগ কর্মী মুন মামুন কর্তৃক সমাজতত্ত্ব বিভাগের মাস্টার্সের এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম আরিফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান ছাত্রীরা। এ সময় ভিসিকে তারা তাদের দাবি ও পুরো ঘটনা বিস্তারিত শোনালে তিনি তাদের দাবির প্রতি তোয়াক্কা না করে ছাত্রলীগের ওই কর্মীর পক্ষে অবস্থান নেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় ডিসিপ্লিনারি কমিটির জরুরি বৈঠক বসলেও তা কোন ফলাফল ছাড়াই শেষ হয়েছে। এর আগে প্রক্টরিয়াল বডি সদস্যরা ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বরাবর নোট দেন। নোটে সংশ্লিষ্ট ছাত্রটিকে স্থায়ী বহিষ্কারের কথা বলা

নিয়ে : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

নিয়ে : তোলপাড়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হয় বলে প্রক্টরিয়াল বডির একজন সদস্য সূত্রে জানা গেছে। এদিকে ছাত্রীদের দাবিকে ভিসি অগ্রাহ্য করেছেন বলে তারা অভিযোগ করেন। তারা জানান, ভিসি আমাদের দাবিকে কোন পাত্তাই দেননি। বরং তিনি ওই নষ্ট ছেলেটির পক্ষ নিয়েছেন। এটা কোন দায়িত্বশীল ভিসির বক্তব্য হতে পারে না।

আত্মহত্যার হুমকি : এদিকে ছাত্রী শ্লীলতাহানির ঘটনায় অভিযুক্ত ছাত্রলীগ কর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবন বহিষ্কারের দাবি মানা না হলে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছেন সমাজতত্ত্ব বিভাগের ওই ছাত্রী। তিনি বলেন, ন্যায় বিচারের জন্য লড়ে যাব। প্রয়োজনে আত্মহত্যা করব।

ছাত্রীদের হুমকি : সমাজতত্ত্ব বিভাগের ওই ছাত্রীর অনড় অবস্থানে কোন পরিবর্তন আনতে না পারায় তাকে ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী বিভিন্ন হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ করেন কয়েকজন ছাত্রী। তারা জানান, ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী আন্দোলনের দাবি থেকে সরে আসতে হুমকি দিচ্ছে। সরে না এলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আর পড়া যাবে না বলেও তারা হুমকি দেয়।

সাময়িক বহিষ্কার প্রত্যাখ্যান : অভিযুক্ত ছাত্রলীগ কর্মী মুন মামুনকে সাময়িক বহিষ্কার করায় হতাশা প্রকাশ করেছেন ছাত্রীরা। এ সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় যে বহিষ্কার করা হয় সে বহিষ্কারই এ ছেলেকে করা হয়েছে। আমরা এ সিদ্ধান্ত মানি না।

বহিষ্কার না করতে ভিসির তদবির : ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় অভিযুক্ত সমাজতত্ত্ব বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র ও ছাত্রলীগ কর্মী মুন মামুনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার না করতে ভিসির সঙ্গে ব্যাপক দেন-দরবার করার খবর পাওয়া গেছে। সূত্রে জানা গেছে, ছাত্রলীগের সভাপতি মামুন গ্রুপের এ কর্মীকে স্থায়ী বহিষ্কার না করতে ইতিমধ্যেই তদবির শুরু করেছেন ছাত্রলীগের নেতারা। কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতা ভিসির অফিস ছাড়াও বাসায় এ তদবির নিয়ে গেছেন বলে জানা গেছে।

ভিসির অস্বীকার : তবে এমন বক্তব্য অস্বীকার করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম আরিফ। তিনি বলেন, আমি এ ধরনের কোন কথা বলিনি। বরং পরিস্থিতি বুঝাতে তাদের বলেছি। নিয়মানুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলেও তিনি জানান। এদিকে সড়ক দুর্ঘটনায় ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় মানববন্ধন করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রশাসনিক ভবন চত্বরে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা। এ সময় তারা প্রশাসনকে পাঁচ দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান জানান।